যায়যায়দিন

তারিখ ... 08-SEP 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৬ ...

ভয়াবহ সেশনজটের মুখে রাবি শিক্ষার্থীরা

আলী আজগর খোকন রাবি সংবাদদাতা

শিক্ষকদের গাফিলতি আর হরতাল ধর্মঘটের কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগে ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত সেশনজট ছিল। তবে গত কয়েক বছরে এ সেশনজটের অভিশপ্ত অভিযোগ থেকে গুছিয়ে উঠতে শুরু করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু চলতি বছরের অনির্দিষ্টকালের বন্ধের কারণে অন্তত ছয় মাসের সেশনজটে পড়তে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী। এঁদের কতোদিন পর ক্যাম্পাসে খোলা হবে সে ব্যাপারে এখনো কোনো কথা বলছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে আজ ভিসি (অতিরিক্ত দায়িত্বে) প্রফেসর ড. মামনুনুল কেরামত ঢাকায় এ ব্যাপারে দেনদরবার করতে যাবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ক্যাম্পাস বন্ধ রেখে সরকারের পাশাপাশি ভিসিও বিশেষ ফায়দা হাসিল করছেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সচেতন মহলের অনেকেই মনে করছেন, তার ভারপ্রাপ্ত পদটি স্থায়ী করার লক্ষ্যেই সরকারের তোষামোদ স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না তিনি। জানা গেছে, চলতি সময়টা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মৌসুম। এ সময়ে কমবেশি সব বিভাগেই পরীক্ষা চলছিল। অনাকাঙ্ক্ষিত এ বন্ধের কারণে শিক্ষার্থীরা কমপক্ষে আরো ছয় মাসের বেশি সেশনজটের মুখোমুখি হবে এমন কথা সরাসরি স্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭টি বিভাগের খোঁজ নিয়ে জানা, চলতি অনির্দিষ্টকালীন বন্ধের কারণে ২৯টি বিভাগের পূর্ব নির্ধারিত ৪৯টি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। একই কারণে ৪৭টি বিভাগের প্রায় সব কয়টিরই সেমিস্টার এবং বার্ষিক কোর্স পরীক্ষাগুলো নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে না। ফলে নতুন করে এক ভয়াবহ সেশনজটের মুখে পড়তে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, বিভিন্ন বিভাগে মোট ৪৯টি পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। ঠিক একই কারণে ৪৭টি বিভাগের কমপক্ষে ২০০ অ্যাসাইনমেন্ট এবং টিউটোরিয়ালও স্থগিত হয়ে গেছে। স্থগিত হয়ে গেছে ফোকলোর বিভাগের দুটি বর্ষের ফিল্ড ওয়ার্ক। ক্যাম্পাস খোলার পর কমপক্ষে এক সপ্তাহ পর স্থগিত পরীক্ষাগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন করে ক্লাস-পরীক্ষার সিডিউল সাজাতে হবে। ফলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে পরীক্ষা মৌসুমে ৪৭টি বিভাগের সব ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না বলে বিভাগগুলোর সভাপতিরা জানিয়েছেন।

এদিকে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারই অংশ হিসেবে রাবি বন্ধ রাখা হচ্ছে এমনটাই ধারণা করছেন অনেক শিক্ষার্থী। ওইদিনের ঘটনার প্রত্যদর্শীরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, সরকারের পূর্বপরিকল্পিত এজান্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত রহস্যজনক। পুলিশ শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করেনি, সংঘর্ষ চলাকালে এলাকাবাসীকে উস্কে দিয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকদের অনেকেই বলছেন, ওইদিন সরকার পরিকল্পিতভাবে সংঘর্ষকে বড় করেছে। আর গত বছরের ২২ আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভের মতো সরকারের প্রতি যাতে অসন্তোষ প্রকাশ না পায় সেজন্যই তড়িঘড়ি করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদের আশির দশকের মতো সেশনজটে ফেলে দিচ্ছে।

এদিকে ক্যাম্পাস বন্ধ রেখে ভিসি (অতিরিক্ত দায়িত্বে) বিশেষ ফায়দা হাসিল করছেন বলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তাও এ অভিযোগ করছেন। তারা বলছেন, সরকারের তোষামোদ করে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করার জন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে তেমন কোনো জোড়ালো ভূমিকা রাখছেন না ভিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র বলেছে, আজ বা শিগগিরই ভিসি উপর মহলে রাবি পরিস্থিতি নিয়ে দেনদরবার করার জন্য ঢাকায় যাবেন।